প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

# বিএনপি'র কাছে চাওয়া-পাওয়া এবং বাস্তবতা



বিএনপি এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টুর নেতৃত্বে দখল হয়েছে এমপি হোস্টেল



গোলাম মোর্তোজা

বদলে যাওয়া রাজনীতির সংজ্ঞায় বলা হয় না বিএনপি ১৮০ আসনে বিজয়ী হয়েছে। বলা হয় দখল করেছে। রাজনীতি এবং দখল এখন পরিপূরক শব্দ। রাজনীতির এই কালচারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব নতুন নয়।

১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ক্ষমতায় এসেছিল নির্বাচনে বিজয়ী হয়েই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনো দল ক্ষমতায় এলে, তার অনেক দায়বদ্ধতা থাকে। দায়বদ্ধতা থাকে জনমানুষের কাছে, যারা তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। সাধারণভাবে মনে করা হয় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার জনস্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ করতে পারে না বা করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের রাজনীতির বাস্তবতা ভিন্ন। এখানে 'পারে না' বা 'উচিত নয়' কথাগুলো কাগজে লেখা থাকে। বাস্তবে এর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। একারণেই আমাদের পরিচিত হতে হয় 'দখল' নামক শব্দের সঙ্গে। মানুষ দখল শব্দের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখেছে ১৯৯৬ সাল থেকে। ফুটপাত, মার্কেট, সরকারি- বেসকারি ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি দখল হয়েছে। খাল-বিল-পুকুর, এমনকী নদীও। প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাংকও দখল করতে দেখেছে মানুষ। এই যাবতীয় রকমের দখল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল এক শ্রেণীর মানুষ। যাদের নাম রাজনীতিবিদ। নিজের সন্তান বা ভাড়াটে মাস্তানদের দিয়ে দখল করিয়েছে অন্যের সম্পত্তি। পত্র-পত্রিকা তাদের এই দখলের খবর প্রকাশ করেছে। মানুষ বিস্মিত হয়েছে, বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিবিদরা জনমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি। দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে, অসহায় মানুষ তাকিয়ে দেখেছে। পাঁচ বছরের দখল প্রক্রিয়ার পর আবার নির্বাচন এসেছে ২০০১ সালে। অসহায় দুর্বল মানুষ সবল হয়ে উঠেছে। কেউ নাস্তা করে কেউ না করে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভোটের লাইনে। তাদের ভোটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে পাঁচ বছরের দখলদাররা।

এক রাজনীতিবিদদের বাদ দিয়ে মানুষ ভোট দিয়েছে আরেক রাজনীতিবিদদের। আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে ভোট দিয়েছে বিএনপিকে। মানুষ কী মনে করেছিল বিএনপিকে ভোট দিলে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে? বিএনপি'র রাজনীতিবিদরা দখল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হবে না? না, মানুষ এতটা নিশ্চিত ছিল না। কারণ তারা বিএনপি নামক রাজনীতিবিদদের '৯১ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কাজ আওয়ামী লীগের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। আওয়ামী লীগের তুলনায় দল ছোট হওয়ায় বিএনপি'র দখল অতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল না। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের দখল অতটা প্রভাব ফেলেনি যতটা ফেলেছে আওয়ামী লীগের দখল। এবার আবার মানুষ বিএনপিকে ভোট দিয়েছে মূলত দু'টি কারণে। এক. আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে বিরক্ত হয়ে। কারণ হিসেবে এটাই মুখ্য।

দুই. বিএনপি নিজেদের এবং আওয়ামী লীগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজ করবে। এটা ছিল মানুষের চাওয়া।

> 'পূর্বের সরকারের তুলনায় বিএনপি'র ভালো করার সুযোগ আছে। এখন বিএনপি সেটা করবে কী না বলতে পারছি না। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যা গত পাঁচ বছর ছিল না। ক্ষমতার ঔদ্ধত্য কমাতে হবে'
>
> **অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী**

বাস্তবে এই 'চাওয়া' কতটা প্রতিফলন ঘটে সেটা জানার জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিএনপি দেশবাসীকে অপেক্ষায় রাখতে চায়নি। মানুষ দিনে ভোট দিয়ে বাড়িতে ফিরে টেলিভিশনের সামনে বসেছে। একদিকে চলছে ভোট গণনা,

অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিএনপি। তারা দখল করে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল। '৯৬ সালে যেগুলো ছাত্রদলের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিল ছাত্রলীগ। যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তবে ছাত্রদলের দাবি ভিন্ন। তারা বলছে দখল নয়, আমরা এতদিন হলে উঠতে পারিনি এখন উঠেছি। আসলে কী ঘটেছে? নির্বাচনের ফলাফল অনুমান করে নির্বাচনের রাতেই ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। সে রাতেই হলে উঠে যায় ছাত্রদল-নেতা-কর্মী এবং সন্ত্রাসীরা। বলা যায় সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হলগুলোয় ওঠে। ছাত্রদল নেতারা এটাকে দখল বলতে চাইছে না। আমরাও এটাকে দখল বলতে না পারলেই খুশি হতাম। যদি ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হলে গিয়ে যার যার রুমে সে সে অবস্থান নিত, ছাত্রলীগের বৈধ ছাত্রদের হলে থাকতে দিত, তাহলে এটাকে কোনোভাবেই দখল বলা যেত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে ছাত্রদলের নামে হলে উঠেছে সন্ত্রাসীরা। তাই আমরা এটাকে 'হলে ওঠা' বলতে পারছি না, বলতে বাধ্য হচ্ছি 'দখল'। দখল করা এই ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন নির্বাচনের দিন পর্যন্ত যাদের পরিচিতি ছিল ছাত্রলীগ। এখন তারা ছাত্রদল। একইভাবে '৯৬ সালে এই সন্ত্রাসীরাই দল বদল করে রাতারাতি পরিচিতি পেয়েছিল ছাত্রলীগ নামে। নিজেদের স্বার্থের জন্য কখনো এদের নেত্রী হাসিনা, কখনো খালেদা জিয়া। শত প্রতিকুলতার মধ্যেও এরা এই দুই নেত্রীর কারো না কারো কাছে আশ্রয় পায়। এই সন্ত্রাসীদের কারণে দু'নেত্রীর ইমেজ ক্ষতি হলেও এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। মনে হয় যেন এই সন্ত্রাসী-রাই নেত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করে। মনে পড়ে সাকা চৌধুরীর সেই কথা, 'আগে কুকুর লেজ নাড়াতো এখন লেজ কুকুর নাড়ায়'।

সায়েদাবাদ, ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডসহ অনেক কিছুই ইতিমধ্যে বিএনপি দখল করে নিয়েছে। এগুলো দখল পাল্টা দখলের ঘটনা হয়ত খুব বিচিত্রও নয়। কিন্তু বিএনপি'র নব নির্বাচিত সাংসদের কেউ কেউ দখলের হাত বাড়িয়েছেন এমপি হোস্টেলের দিকেও। শপথ নেয়ার পর এমপিদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয় হোস্টেলের রুমগুলো। বিএনপি'র এমপি নাসিরউদ্দিন পিন্টু কোনো সময় নষ্ট না করেই এমপি হোস্টেলের একটি রুম দখল করে নিয়েছেন। আরেক সাবেক সন্ত্রাসী বর্তমান এমপি ইলিয়াস আলীসহ আরো অনেকেই দখল করেছেন এমপি হোস্টেল। এই এমপি হোস্টের দখল বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে সাদেক হোসেন খোকা ২০০০কে বলেন, 'এমপিরা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যাতে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। যে কোনো রকম দখলকে আমি নিন্দা করি।'

'বিএনপি এর আগেও একবার ক্ষমতায় ছিল। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যক্রমকেও তারা দেখেছে। সবকিছু থেকে যদি বিএনপি শিক্ষা নিয়ে কাজ করে তাহলে তাদের ভালো করার সুযোগ আছে'

**ডা: নায়লা খান**

'আমি রাজাকারদের যেভাবে ঘৃণা করি সন্ত্রাসীকেও সেভাবে ঘৃণা করি। একজন সন্ত্রাসীর জনসভায় সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা করাকে আমি নীতিহীন এবং মানবতা বিরোধী কাজ করা বলে মনে করি'

**নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু**

বিএনপি'র পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে কোনো রকম দখলের মধ্যে বিএনপি নেতা-কর্মীরা সম্পৃক্ত নয়। তারা আরো বলেছে, যারা দখল করছে পুলিশ যেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু কথায় ও কাজে মিল দেখা যাচ্ছে না। চারদলীয় জোটের এমপিদের প্রীতিসভায় দেখা গেছে দখলকারী এমপি 'সুরা এখলাস' পাঠ করছে। অবশ্য বিএনপি এসব দখলের ঘটনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ কথা বোঝা যায় বিএনপি নেতা খন্দকার মোশারফ হোসেনের বিবিসির সঙ্গে দেয়া সাক্ষাৎকারে। বিবিসিকে তিনি বলেন, 'দখলের ঘটনা আওয়ামী লীগ পত্রিকাগুলোর অতিরঞ্জন।' ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই নেতাদের এমন মানসিকতা বিএনপি'র জন্যে ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সংখ্যালঘুদের ওপরও সারাদেশ জুড়ে নির্যাতন চলছে। নির্যাতন করছে বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয় দলই। কিন্তু সব দায়ই পড়ছে বিএনপির কাঁধে। খালেদা জিয়া বললেও বিএনপি'র কর্মীরা নিবৃত্ত হচ্ছে না। সন্দ্বীপে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করেছে ছাত্রদল। সন্দ্বীপের বিএনপি এমপি ছাত্রদল কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। জানা যায় ছাত্রদল কর্মীরা বলছে আমরা খালেদা জিয়ার রাজনীতি করি , এমপি'র নয়। রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রতিদিনই তিন চার জন নিহত হচ্ছেন। এরকম একটি অবস্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি।

টেলিভিশনে দেয়া শেষ নির্বাচনী বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ, বিজয় মিছিল না করা, বঙ্গবন্ধুর ছবি অবমাননা না করার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কারণে খালেদা জিয়া প্রশংশিত হয়েছে। কিন্তু তার সব ভালো কাজের সুফল যেন সন্ত্রাসের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার আগেই মানুষের 'চাওয়া' হুমকির মুখে পড়েছে। তারপরও বিএনপি'র কাছে কতটুকু চাওয়ার আছে বা কতটুকু করা সম্ভব? এ বিষয়ে কথা হলো অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'পূর্বের সরকারের তুলনায় বিএনপি'র ভালো করার সুযোগ আছে। এখন বিএনপি সেটা করবে কী না বলতে পারছি না।'

আপনি কী আশা করেন বিএনপি

ভালো কিছু করবে?

'বিএনপি ইতিমধ্যেই যে দখলের ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে না আলাদা কিছু করবে। তবে বিএনপি'র জন্যে করাটা কঠিন নয়।'

এই মুহূর্তে বিএনপি'র কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

'মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যা গত পাঁচ বছর ছিল না। ক্ষমতার ঔদ্ধত্য কমাতে হবে। লোভ সংবরণ করতে হবে। মানুষের মনোভাবের গুরুত্ব দিতে হবে। আর সংসদকে কার্যকর করতে হবে।'

'অতীতে দেখা গেছে সমাজের কারো কথা বিএনপি শোনেনি। শত্রু-মিত্র চেনার ব্যাপারটাও ছিলো না বিএনপি'র মধ্যে। শত্রু-মিত্র যেমন চিনতে হবে, তেমনি সমাজের কিছু মানুষের কথা তাদের শুনতে হবে'

**ফরহাদ মজহার**

শুধু বিএনপি নয়, যারা ক্ষমতায় যায় তারা কেউই জনগণের কথা মনে রাখে না। এ বিষয়ে ফরহাদ মজহার ২০০০কে বলেন, 'বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে বলেই সবকিছু ভালো হয়ে যাবে এমনটা আশা করি না। তবে আমি মনে করি বিএনপি'র ভালো করার সুযোগ আছে। এর জন্যে বিএনপি'র মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। অতীতে দেখা গেছে সমাজের কারো কথা বিএনপি শোনেনি। শত্রু-মিত্র চেনার ব্যাপারটাও ছিলো না বিএনপি'র মধ্যে। শত্রু-মিত্র যেমন চিনতে হবে, তেমনি সমাজের কিছু মানুষের কথা তাদের শুনতে হবে। বিএনপিকে আমি বলি একটি ভদ্র মার্জিত বুর্জোয়া দল। এই দলটির কিছু এমপি ইতিমধ্যে এমপি হোস্টেল দখল করার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি মনে করি এর বিচার হওয়া উচিত।'

চারদল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে? বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

'বিএনপি বিশাল মেজরিটি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। সঙ্গে আছে মৌলবাদীরা। এখন এই মৌলবাদীরা কোনো জনস্বার্থ বিরোধী আইন যাতে পাস করার উদ্যোগ নিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে বিএনপি'র। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহমিকা যেন পেয়ে না বসে।'

বিএনপি ক্ষমতায় আসায় অনেকেই আশাবাদী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গত পাঁচ বছরের আওয়ামী শাসনের কারণে মানুষের ভেতরে এমন ধারণার জন্ম হয়েছে। কিন্তু বিএনপি'র কার্যক্রমের কারণে মানুষের সেই ধারণা ভিত্তি পাচ্ছে না। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কেমন করে মানুষের আশা পূরণ করবে বিএনপি? নারী আন্দোলনের নেত্রী ডা.নায়লা খান বলেন, 'কেমন করে করবে জানি না। তবে অনেক আশা আছে। বিএনপি এর আগেও একবার ক্ষমতায় ছিল। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যক্রমকেও তারা দেখেছে। সবকিছু থেকে যদি বিএনপি শিক্ষা নিয়ে কাজ করে তাহলে তাদের ভালো করার সুযোগ আছে।'

এই মুহূর্তে বিএনপি'র করণীয় কী?

'করতে হবে অনেক কিছুই। আমি বলব স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে বিএনপিকে খুব জোর দিতে হবে। বিগত বিএনপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে জমিরউদ্দিন সরকার ভালো কাজ করেননি। যোগ্য কাউকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া উচিত। শিশুদের প্রতিও বিএনপি সরকারের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিএনপি সংসদে নারী আসন বিষয়ে যে বিল আনার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে শুনছি, সেটা যেন খুব দ্রুত কার্যকর করা হয়। এর জন্যে প্রয়োজনে সম্মিলিত নারী সমাজের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে বিএনপি।'

বিএনপি তো ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই দখল শুরু করেছে?

'এগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএনপি হাতে পাওয়ার আগের ঘটনা। দায়িত্ব পাওয়ার পরে দেখা যাক কি করে।'

নতুন বিএনপি সরকারের কাছে প্রত্যাশা কী? সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু বলেন, 'প্রত্যাশা তো অনেক। সেই প্রত্যাশার কতটা বিএনপি বাস্তবায়ন করতে পারবে সেটা জানি না। আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দল দু'টিই সন্ত্রাসী নির্ভর। তাই এদের কাছে আবার খুব বেশি কিছু আশা করারও নেই।'

চারদলীয় জোটে বিএনপি'র মধ্যে মৌলবাদী দলও আছে। এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আলবদর এবং রাজাকাররাও ক্ষমতায় এসেছে। আমি এর নিন্দা জানাই। বিএনপি'র চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনতে হবে। '৯১-'৯৬ পর্যন্ত বিএনপি'র সময়কালে টেলিভিশনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বা রাজাকার বলা যেত না। এখন বিএনপি'র এই মানসিকতা বদলাতে হবে।'

যুদ্ধাপরাধীরা আজ রাষ্ট্র ক্ষমতায়। এক সময় এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে একটা আন্দোলন হয়েছিল। এখনো একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। কিন্তু এবারের নির্বাচনের সময় দেখা গেছে জয়নাল হাজারীর মতো চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের মঞ্চে সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেছেন। এ বিষয়ে নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু বলেন, ' আমি রাজাকারদের যেভাবে ঘৃণা করি সন্ত্রাসীকেও সেভাবে ঘৃণা করি। একজন সন্ত্রাসীর জনসভায় সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করাকে আমি নীতিহীন এবং মানবতা বিরোধী কাজ করা বলে মনে করি।'

নির্বাচন হয়ে গেছে। বিএনপি সরকার ক্ষমতায়। কিন্তু মানুষ এখনো শংকিত। এর থেকে পরিত্রানের উপায় কী?

'নির্বাচন হয়ে গেছে ১ অক্টোবর। এর মধ্যে পৃথিবী এগিয়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু আমরা এখনো আছি ১ অক্টোবরেই। সূর্য ওঠা তো বন্ধ হয়নি, পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে। সবই এগিয়ে চলেছে। অথচ আমরা থেমে আছি। আমি মনে করি নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে সবারই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত।'

বিএনপি সরকারের কাছে প্রত্যাশা অনেক। অতীতে বিএনপি তাদের সেই প্রত্যাশার খুব সামান্যই পূরণ করতে পেরেছে। এবার বিএনপি'র পক্ষে সেই প্রত্যাশা পূরণ করা আরো কঠিন। কারণ এবার তাদের সঙ্গে আছে মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট। ইসলামী প্রজাতন্ত্র বা এমন কোনো আইন পাশের উদ্যোগ নিতে পারে মৌলবাদী দলগুলো যার প্রতি কোনোভাবেই সায় দেয়া চলবে না বিএনপি'র। দক্ষতার সঙ্গে বিষয়গুলো সামাল দিতে হবে বিএনপিকে। এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে জনমত বিএনপি'র বিপক্ষে চলে যায়। বাস টার্মিনাল বা এমপি হোস্টেল দখলের মতো মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে। দিতে হবে মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। বাস্তবের সঙ্গে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সমন্বয় ঘটাতে হবে। না পারলে পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপিকে আওয়ামী লীগের ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। বিষয়টি ক্ষমতার পুরো সময়টিতে বিএনপি'র মনে রাখতে হবে।

# আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পোস্টমর্টেম

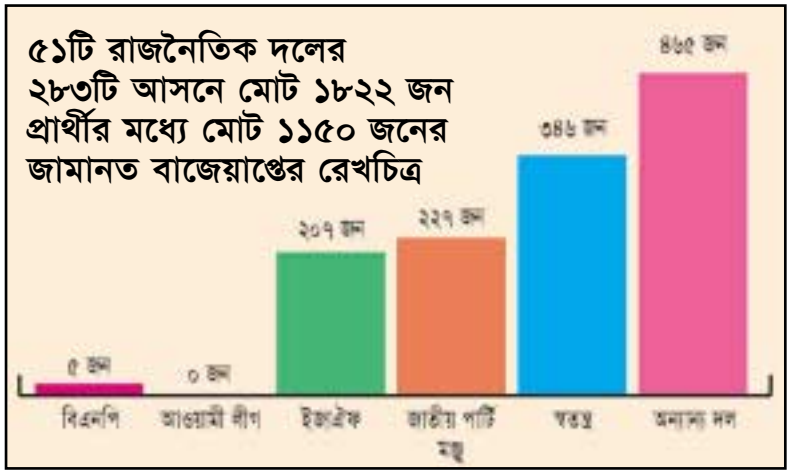


নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত এবং প্রকাশিত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এই হিসাব করা হয়েছে। ৮ অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও এই হিসাবে ২৯৯টি আসনের প্রকাশিত ভোটকে হিসবে আনা হয়েছে। স্থগিত ১৬ আসনের ফলাফলকে চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য না করে ঐ সমস্ত আসনের শুধুমাত্র প্রকাশিত ভোট সংখ্যা কেই হিসেবে আনা হয়েছে। এই ১৬ আসনকে হিসেবে আনা হয়েছে ২৯৯ আসনের মোট ভোটের আওয়ামী লীগ ও ৪ দলীয় জোটের ভোটের শতকরা অনুপাত বেরকরার জন্য। ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনে কোথায় আওয়ামী লীগের ভোট কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে এবং সেখানে দলের কী ফলাফল তা তালিকা করে প্রকাশ করা হলো। ভোটের শতকরা হিসেব বের করা হয়েছে একটি আসনের মোট ভোটের ওপর নয়। এক্ষেত্রে যে ভোট কাষ্ট হয়েছে তার মধ্যে প্রদত্ত ভোটের ওপর আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা জামায়াতের ভোটের শতকরা হিসেব বের করা হয়েছে।..

বিশ্লেষণ করেছেন **সাইফুল হাসান** ও **জাকির হোসেন**

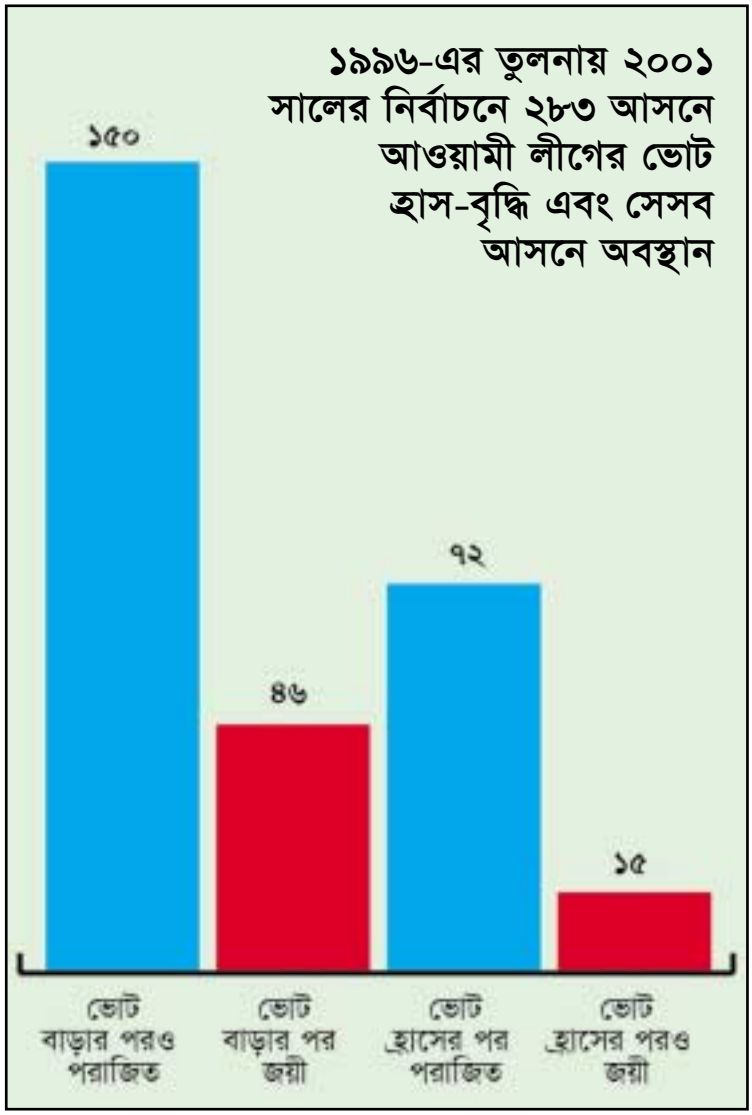


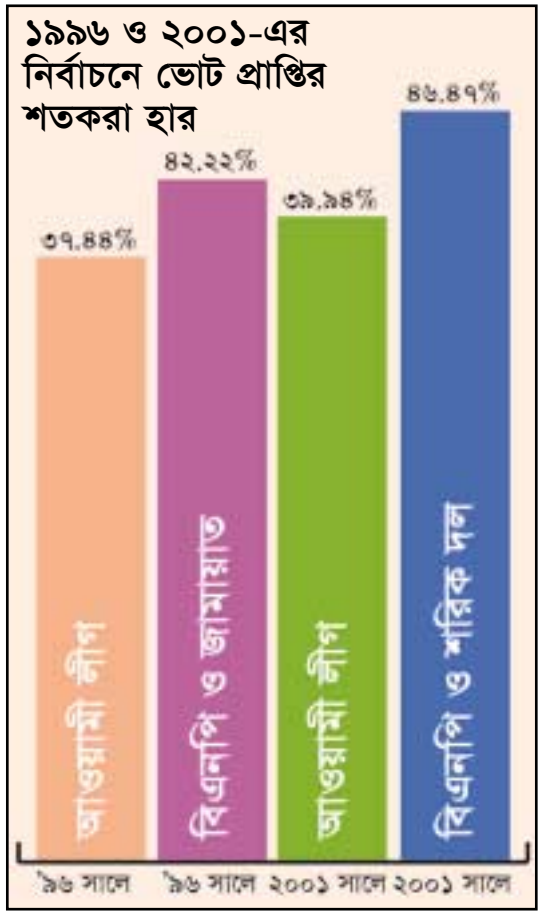

# ২৯৯ আসনে আওয়ামী লীগের ভোটে তুলনামূলক চিত্র
## ১৯৯৬-২০০১

আওয়ামী লীগ ১৫০ টি আসনে ভোট বৃদ্ধির পরেও পরাজিত

১১ আসনে ৯৬'র তুলনায় ভোট কমার পরও বিএনপি ও শরীক দলের প্রার্থীদের জনগণ নির্বাচিত করেছে

| আসন সংখ্যা | ভোট বৃদ্ধির পরেও পরাজিত | ভোট বৃদ্ধির পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে পরাজিত |
|---|---|---|---|---|
| **বিভাগ : রাজশাহী** | | | | |
| পঞ্চগড় -১ | ৪.৬৬% | - | - | - |
| পঞ্চগড় -২ | ৯.০৭% | - | - | - |
| ঠাকুরগাঁও -১ | ৪.৫৭% | - | - | - |
| ঠাকুরগাঁও -২ | - | - | ৩.৪৮% | - |
| ঠাকুরগাঁও -৩ | ০.৪২% | - | - | - |
| দিনাজপুর -১ | - | - | - | ১১.৬৭% |
| দিনাজপুর -২ | - | - | - | .৭% |
| দিনাজপুর -৩ | ৮.০১% | - | - | - |
| দিনাজপুর -৪ | ১.০৩% | - | - | - |
| দিনাজপুর -৫ | - | ২.৮ | - | - |
| দিনাজপুর -৬ | - | - | - | ৪.৪৫% |
| নীলফামারি -১ | - | ১.৬৬% | - | - |
| নীলফামারি -২ | - | ৫.১% | - | - |
| নীলফামারি -৩ | ৩.৮১% | - | - | - |
| নীলফামারি -৪ | ৩.৩১% | - | - | - |
| লালমনিহাট -১ | - | ৬.৪৮% | - | - |
| লালমনিহাট -২ | - | - | - | ২৭.৭৬ |
| লালমনিহাট -৩ | ২.৪১% | - | - | - |
| রংপুর -১ | ৩.৪৭% | - | - | - |
| রংপুর -২ | ১.৬০% | - | - | - |
| রংপুর -৩ | ৭.০৪% | - | - | - |
| রংপুর -৪ | ৫.০২% | - | - | - |
| রংপুর -৫ | ১.৩৪% | - | - | - |
| রংপুর -৬ | ১২.২৮% | - | - | - |
| কুড়িগ্রাম -১ | ৪.৭৩ | - | - | - |
| কুড়িগ্রাম -২ | ৫.০৯% | - | - | - |
| কুড়িগ্রাম -৩ | ১.৪০% | - | - | - |
| কুড়িগ্রাম -৪ | - | - | - | ২.৩৩% |
| গাইবান্ধা -১ | ৩.১৯% | - | - | - |
| গাইবান্ধা -২ | - | ৯.০৫% | - | - |
| গাইবান্ধা -৩ | ৪.৪৯% | - | - | - |
| গাইবান্ধা -৪ | ৩.৭৮% | - | - | - |
| গাইবান্ধা -৫ | ১০.১০% | - | - | - |
| জয়পুরহাট -১ | ৩.৪১% | - | - | - |
| জয়পুরহাট -২ | ১৪.৮৫% | - | - | - |
| বগুড়া -১ | ১৩.৩৬% | - | - | - |
| বগুড়া -২ | ১২.৩১% | - | - | - |
| বগুড়া -৩ | ১২.৯৪% | - | - | - |
| বগুড়া -৪ | ১১.৪৬% | - | - | - |
| বগুড়া -৫ | - | - | - | ২০.৬২% |
| বগুড়া -৬ | ৩.০৯% | - | - | - |
| বগুড়া -৭ | ২.০৬% | - | - | - |
| নবাবগঞ্জ -১ | ১৯.৩২% | - | - | - |
| নবাবগঞ্জ -২ | ৩.৮৪% | - | - | - |
| নবাবগঞ্জ -৩ | ৬.৩২% | - | - | - |
| নওগাঁ -১ | ৮.৯৩% | - | - | - |

বিএনপি ও শরীকরা ভোট বাড়ার পরেও হেরেছে ৪৫টি আসনে

আওয়ামী লীগ ১৫টি আসনে ৯৬'র তুলনায় কম ভোট পেয়েও জয়ী

অস্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলের প্রাপ্ত ভোট মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৪৬.৪৭ ভাগ অর্থাৎ মোট ভোট ২ কোটি ৫৯ লাখ ৮৯ হাজার ৬৪৭

| আসন সংখ্যা | ভোট বৃদ্ধির পরেও পরাজিত | ভোট বৃদ্ধির পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে পরাজিত |
|---|---|---|---|---|
| নওগাঁ -২ | ৮.৯১% | - | - | - |
| নওগাঁ -৩ | - | - | - | ১৩.৩% |
| নওগাঁ -৪ | ৭.৯২% | - | - | - |
| নওগাঁ -৫ | - | ৮.২৫% | - | - |
| নওগাঁ -৬ | ৭.৬৩% | - | - | - |
| রাজশাহী -১ | ৬.৮৩% | - | - | - |
| রাজশাহী -২ | ১.৮৮% | - | - | - |
| রাজশাহী -৩ | ৩.৬৯% | - | - | - |
| রাজশাহী -৪ | ১০.৫১% | - | - | - |
| রাজশাহী -৫ | - | - | - | ৮.৭১% |
| নাটোর -১ | ৭.৬২% | - | - | - |
| নাটোর -২ | ৯.৭৯% | - | - | - |
| নাটোর -৩ | ১১.৬৫% | - | - | - |
| নাটোর -৪ | - | - | - | ১১.৭১% |
| সিরাজগঞ্জ -১ | - | ৩.৭৬% | - | - |
| সিরাজগঞ্জ -২ | ৪.৮১% | - | - | - |
| সিরাজগঞ্জ -৩ | ০.২৯% | - | - | - |
| সিরাজগঞ্জ -৪ | - | - | - | ৬.৮৯% |
| সিরাজগঞ্জ -৫ | - | - | - | ৮.৭% |
| সিরাজগঞ্জ -৬ | - | - | - | ১০.৮৯% |
| সিরাজগঞ্জ -৭ | ৩.৫৬% | - | - | - |
| পাবনা -১ | ০.১১% | - | - | - |
| পাবনা -২ | - | - | - | ১.১৭% |
| পাবনা -৩ | ১.৩% | - | - | - |
| পাবনা -৪ | - | - | ১.৮৩% | - |
| পাবনা -৫ | ৪.৭৭% | - | - | - |
| মেহেরপুর -১ | ১.৮% | - | - | - |
| মেহেরপুর -২ | ৪০.৯২% | - | - | - |
| **বিভাগ : খুলনা** | | | | |
| কুষ্টিয়া -১ | ১৯.১৭% | - | - | - |
| কুষ্টিয়া -২ | ২০.০৫% | - | - | - |
| কুষ্টিয়া -৩ | ৬.৭৩% | - | - | - |
| কুষ্টিয়া -৪ | - | - | - | ১.৩% |
| চুয়াডাঙ্গা -১ | ৫.৪৬ % | - | - | - |
| চুয়াডাঙ্গা -২ | ৮.৭৮ % | - | - | - |
| ঝিনাইদহ -১ | - | ৫.০৯% | - | - |
| ঝিনাইদহ -২ | ১০.৩৯% | - | - | - |
| ঝিনাইদহ -৩ | ৯.৬১% | - | - | - |
| ঝিনাইদহ -৪ | ৫.৪১% | - | - | - |
| যশোর -১ | ৮.৪৪% | - | - | - |
| যশোর -২ | ৩.১৭% | - | - | - |
| যশোর -৩ | ১২.৭% | - | - | - |
| যশোর -৪ | ৬.১৮% | - | - | - |
| যশোর -৫ | ৩.৪৩% | - | - | - |
| যশোর -৬ | - | ৯.৯৬% | - | - |
| মাগুড়া -১ | - | ১.৮% | - | - |
| মাগুড়া -২ | ৫.৫৮% | - | - | - |
| নড়াইল-১ | - | ৮.৫৪% | - | - |
| নড়াইল-২ | - | ৫.৫৫% | - | - |
| বাগেরহাট-১ | - | ৪.৮১% | - | - |
| বাগেরহাট-২ | ১.৪৬% | - | - | - |
| বাগেরহাট-৩ | - | ৫.৮২% | - | - |

বিএনপি ও তার শরীক দল ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করলেও জামাত নিজস্ব প্রতীক নিয়ে ৩১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছে। এরমধ্যে একটি আসনে জামায়াত ও বিএনপি দলীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে

| আসন সংখ্যা | ভোট বৃদ্ধির পরেও পরাজিত | ভোট বৃদ্ধির পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে পরাজিত |
|---|---|---|---|---|
| বাগেরহাট-৪ | - | - | - | - |
| খুলনা -১ | - | - | ২% | - |
| খুলনা -২ | - | - | - | ৩.০২% |
| খুলনা -৩ | ৭.১১% | - | - | - |
| খুলনা -৪ | ২.১৫% | - | - | - |
| খুলনা -৫ | ৬.২৪% | - | - | - |
| খুলনা -৬ | ১.৬৩% | - | - | - |
| সাতক্ষীরা -১ | ৭.২৫% | - | - | - |
| সাতক্ষীরা -২ | ৬.৮৭% | - | - | - |
| সাতক্ষীরা -৩ | ৩.২% | - | - | - |
| সাতক্ষীরা -৪ | ৫.৮১% | - | - | - |
| সাতক্ষীরা -৫ | ১.২২% | - | - | - |
| বরগুনা-১ | - | - | - | ১৩.৩৪% |
| বরগুনা -২ | ৪.২৪% | - | - | - |
| বরগুনা -৩ | - | ১০.৩৮% | - | - |
| পটুয়াখালী -১ | - | - | - | ৪.৯৫% |
| পটুয়াখালী -২ | - | - | - | ১০.৬৭% |
| পটুয়াখালী -৩ | - | - | ২.৪৪% | - |
| পটুয়াখালী -৪ | - | ৪.১৭% | - | - |
| ভোলা-১ | - | - | - | ৭.২৭% |
| ভোলা-২ | - | - | - | ১১.৫১% |
| ভোলা-৩ | - | - | - | ১.৮৫% |
| ভোলা-৪ | - | - | - | ৪.৬৭% |
| বরিশাল-১ | - | - | - | .০১% |
| বরিশাল -২ | ৭.৯২% | - | - | - |
| বরিশাল-৩ | ৪.৮৪% | - | - | - |
| বরিশাল-৪ | - | - | - | ৪.৯১% |
| বরিশাল-৫ | ১.০৮% | - | - | - |
| বরিশাল-৬ (স্থগিত) | - | - | - | - |
| ঝালকাঠি -১ | - | - | - | ৪.০৫% |
| ঝালকাঠি -২ | ৯.১৮% | - | - | - |
| পিরোজপুর -১ | ৩.০২% | - | - | - |
| পিরোজপুর -২ | - | - | - | ৩.৮৩% |
| পিরোজপুর -৩ | - | - | - | ৩.৭৪% |
| বরিশাল ও পিরোজপুর | - | - | - | ৪.৬৫% |
| **বিভাগ : ঢাকা** | | | | |
| টাঙ্গাইল -১ | - | - | ০.৯৬% | - |
| টাঙ্গাইল -২ | ১.৪৭% | - | - | - |
| টাঙ্গাইল -৩ | ২.৭১% | - | - | - |
| টাঙ্গাইল -৪ | - | - | - | ৪.১৮% |
| টাঙ্গাইল -৫ | - | - | - | ১২.১২% |
| টাঙ্গাইল -৬ | ৫.৬৫ | - | - | - |
| টাঙ্গাইল -৭ | - | ১০.৬% | - | - |
| টাঙ্গাইল -৮ | - | - | - | ৩৩.৭৬ |
| কাদেরসিদ্দিকী জয়ী | | | | |
| জামালপুর -১ | ১১% | - | - | - |
| জামালপুর-২ | - | - | - | ৫.৫৫% |
| জামালপুর-৩ | - | - | ০.৮৩% | - |
| জামালপুর-৪ | - | - | - | ৮.১% |
| জামালপুর-৫ | - | - | ৪.৭৯% | - |
| শেরপুর -১ | - | ৫.৫১% | - | - |
| শেরপুর -২ | ৭.৪% | - | - | - |

আওয়ামী লীগ ৭২টি আসনে কম ভোট পেয়েছে এবং পরাজিত হয়েছে

বিএনপি ও শরীকরা জয়ী হয়েছে ১৭৬ আসনে। এসব আসনে বিএনপি ও শরীকদের ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে

অস্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট বৃদ্ধি ৬৪,৪৩,৭৩২ যা নতুন ভোটারদের ৩৪.৮১ শতাংশ

| আসন সংখ্যা | ভোট বৃদ্ধির পরেও পরাজিত | ভোট বৃদ্ধির পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে পরাজিত |
|---|---|---|---|---|
| শেরপুর -৩ | - | - | - | ৩.১৯% |
| ময়মনসিংহ -১ | - | ৭.২% | - | - |
| ময়মনসিংহ -২ | ৪.১৯% | - | - | - |
| ময়মনসিংহ -৩ | - | ৯.৬৫% | - | - |
| ময়মনসিংহ -৪ | ০.৩৮% | - | - | - |
| ময়মনসিংহ -৫ | স্থগিত | - | - | - |
| ময়মনসিংহ -৬ | স্থগিত | (১২.৭৫% ভোটে এগিয়ে) | - | - |
| ময়মনসিংহ -৭ | - | ৮.৪৮% | - | - |
| ময়মনসিংহ -৮ | - | - | - | ১.৮৮% |
| ময়মনসিংহ -৯ | - | - | - | ০.৫৩% |
| ময়মনসিংহ -১০ | - | ৬.৫৭ | - | - |
| ময়মনসিংহ -১১ | - | ১.১৩ | - | - |
| ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা-১২ | - | - | - | ৩.২৫% |
| নেত্রকোনা-১ | ৫.৭৩ | - | - | - |
| নেত্রকোনা-২ | - | ২.২৭ | - | - |
| নেত্রকোনা-৩ | ৫.৭২ | - | - | - |
| নেত্রকোনা-৪ | - | - | - | ৩.১৪ |
| কিশোরগঞ্জ-১ (স্থগিত) | - | ৬.০৮ | - | - |
| কিশোরগঞ্জ-২ | - | ১৮.১২ | - | - |
| কিশোরগঞ্জ-৩ | - | ৯.২১ | - | - |
| কিশোরগঞ্জ-৪ (স্থগিত) | - | - | - | ৪.০৩ |
| কিশোরগঞ্জ-৫ | - | - | ১৩.৫৯ | - |
| কিশোরগঞ্জ-৬ | ১১.১১ | - | - | - |
| কিশোরগঞ্জ-৭ | - | - | ০.৯৫ | - |
| মানিকগঞ্জ-১ | ১০.৭১ | - | - | - |
| মানিকগঞ্জ-২ | ৯.৮৩ | - | - | - |
| মানিকগঞ্জ-৩ | ১৭.৩৫ | - | - | - |
| মানিকগঞ্জ-৪ | ৭.৫ | - | - | - |
| মুন্সীগঞ্জ-১ | ১০.৬৬ | - | - | - |
| মুন্সীগঞ্জ-২ | ৭.৫৯ | - | - | - |
| মুন্সীগঞ্জ-৩ | ৭.৩৯ | - | - | - |
| মুন্সীগঞ্জ-৪ (স্থগিত) | - | ১১.৫৮ | - | - |
| ঢাকা-১ | ১৮.৫৯ | - | - | - |
| ঢাকা-২ | ১৬.৭১ | - | - | - |
| ঢাকা-৩ | ২৩.২৬ | - | - | - |
| ঢাকা-৪ | - | - | - | ১৩.৩৮ |
| ঢাকা-৫ | - | - | - | .১৫ |
| ঢাকা-৬ | - | - | - | ৩.৮১ |
| ঢাকা-৭ | - | - | - | .৬১ |
| ঢাকা-৮ | - | - | - | ১.৭৮ |
| ঢাকা-৯ | - | - | - | ৩.০২ |
| ঢাকা-১০ | - | - | - | ৫.৫ |
| ঢাকা-১১ | - | - | - | ৩.৯৮ |
| ঢাকা-১২ | ১০.০৩ | - | - | - |
| ঢাকা-১৩ | ৯.৩২ | - | - | - |
| গাজীপুর-১ | - | ১২.০৬ | - | - |
| গাজীপুর-২ | - | ৫.৬৮ | - | - |
| গাজীপুর-৩ | ৯.৪২ | - | - | - |
| গাজীপুর-৪ | - | ৩.২৭ | - | - |
| নরসিংদী-১ | ১৩.২৬ | - | - | - |
| নরসিংদী-২ | ১৩.৭৭ | - | - | - |
| নরসিংদী-৩ | ৯.৫৮ | - | - | - |

## অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামানত হারিয়েছে ৫১ দলের ১১৫০ জন জামানত হারানোর কারণে নির্বাচন কমিশনের আয় হবে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা

## অস্টম জাতীয় সংসদে ভোট বেড়েছে ১ কোটি ৮৫ লাখ ৯ হাজার ৯৮৭ ভোট

| আসন সংখ্যা | ভোট বৃদ্ধির পরেও পরাজিত | ভোট বৃদ্ধির পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে পরাজিত |
|---|---|---|---|---|
| নরসিংদী-৪ | - | - | - | ১.৫১ |
| নরসিংদী-৫ | - | ৮.০৫ | - | - |
| নারায়ণগঞ্জ-১ | - | - | - | ১.১১ |
| নারায়ণগঞ্জ-২ | - | - | - | ৫.৫৫ |
| নারায়ণগঞ্জ-৩ | ৪.১৯ | - | - | - |
| নারায়ণগঞ্জ-৪ | ২.৬৯ | - | - | - |
| নারায়ণগঞ্জ-৫ | - | - | - | ৩.৯৫ |
| রাজবাড়ী-১ | ৭.৮২ | - | - | - |
| রাজবাড়ী-২ | ৪.১৩ | - | - | - |
| ফরিদপুর-১ | - | ৩.১৫ | - | - |
| ফরিদপুর-২ | .১৮ | - | - | - |
| ফরিদপুর-৩ | ৮.৩৫ | - | - | - |
| ফরিদপুর-৪ | - | ১.৪৩ | - | - |
| ফরিদপুর-৫ | - | - | ১৯.৫৪ | - |
| বিভাগ : সিলেট | | | | |
| গোপালগঞ্জ-১ | - | - | ৮.৬৯ | - |
| গোপালগঞ্জ-২ | | ৭.৭৮ | - | - |
| গোপালগঞ্জ-৩ | - | ২.৫৬ | - | - |
| মাদারীপুর-১ | - | ২.৮৬ | - | - |
| মাদপরীপুর-২ | - | ১০.৪৭ | - | - |
| মাদারীপুর-৩ | - | ৫.৯৭ | - | - |
| শরিয়তপুর-১ (স্থগিত) | - | স্বতন্ত্র এগিয়ে হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গ | - | - |
| শরিয়তপুর-২ | - | - | ১১.০৮ | - |
| শরিয়তপুর-৩ | - | ৮.৪৪ | - | - |
| সুনামগঞ্জ-১ | ০.৫২ | - | - | - |
| সুনামগঞ্জ-২ | - | ৬.৯ | - | - |
| সুনামগঞ্জ-৩ | - | ৬.৭১ | - | - |
| সুনামগঞ্জ-৪ | ৪.৫৮ | - | - | - |
| সুনামগঞ্জ-৫ | ১১.১৮ | - | - | - |
| সিলেট-১ | ৫.১৪ | - | - | - |
| সিলেট-২ | - | - | - | ৩.০৫ |
| সিলেট-৩ | ৮.৫৮ | - | - | - |
| সিলেট-৪ | ১০.১২ | - | - | - |
| সিলেট-৫ | ৮.১৩ | - | - | - |
| সিলেট-৬ | ২.৫৬ | - | - | - |
| মৌলভিবাজার-১ | ৬.২১ | - | - | - |
| মৌলভিবাজার-২ | ২.২৯ | - | - | - |
| মৌলভিবাজার-৩ | ৮.৫৩ | - | - | - |
| মৌলভিবাজার-৪ | - | - | ৭.১৫ | - |
| হবিগঞ্জ-১ | - | ১.৭৪ | - | - |
| হবিগঞ্জ-২ | - | - | ৯.০৫ | - |
| হবিগঞ্জ-৩ | - | ১২.৫২ | - | - |
| হবিগঞ্জ-৪ | - | ৮.১ | - | - |
| **বিভাগ : চট্টগ্রাম** | | | | |
| বি.বাড়িয়া-১ | - | - | ৬.৭৯ | - |
| বি.বাড়িয়া-২ | - | - | - | ১.৩৭ |
| বি.বাড়িয়া-৩ (স্থগিত) | ১৩.৬৫ | - | - | - |
| বি.বাড়িয়া-৪ | ৩.১৭ | - | - | - |
| বি.বাড়িয়া-৫ | - | - | - | ১১.৪ |
| বি.বাড়িয়া-৬ | - | - | - | ৫.৭৯ |

৯৬ সালে মোট ভোটার ছিল ৫ কোটি ৬৭ লাখ ১৬ হাজার ৭৩৫, ২০০১ সালের নির্বাচনে মোট ভোটার ৭ কোটি ৫২ লাখ ২৬ হাজার ৭২২

বিএনপি'র সমর্থনে জামায়াত জিতেছে ১৬টি আসনে। বিএনপি ও শরীকদের ভোট কমেছে এবং হেরেছে ২৬টি আসনে। বিএনপি প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৫টি আসনে

| আসন সংখ্যা | ভোট বৃদ্ধির পরেও পরাজিত | ভোট বৃদ্ধির পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে জয়ী | ভোট হ্রাসের পরে পরাজিত |
|---|---|---|---|---|
| কুমিল্লা-১ | ২.৩৯ | - | - | - |
| কুমিল্লা-২ | ১৫.১৮ | - | - | - |
| কুমিল্লা-৩ | ১০.০৩ | - | - | - |
| কুমিল্লা-৪ | ১১.৫৫ | - | - | - |
| কুমিল্লা-৫ | ৬.৭৪ | - | - | - |
| কুমিল্লা-৬ | - | - | - | ৯.৬ |
| কুমিল্লা-৭ | - | - | - | ১.৭৬ |
| কুমিল্লা-৮ (স্থগিত) | - | - | - | ৫.৬৬ |
| কুমিল্লা-৯ (স্থগিত) | - | - | - | ৪.১৭ |
| কুমিল্লা-১০ | ১.৩১ | - | - | - |
| কুমিল্লা-১১ | - | - | - | ১৫.২৩ |
| কুমিল্লা-১২ | - | - | - | ১৩.৫১ |
| চাঁদপুর-১ | ১০.১৯ | - | - | - |
| চাঁদপুর-২ (স্থগিত) | - | - | - | ২৫.৬২ পিছিয়ে |
| চাঁদপুর-৩ | ৫.৬৬ | - | - | - |
| চাঁদপুর-৪ | - | - | - | ০.৫৪ |
| চাঁদপুর-৫ | ৩.৪২ | - | - | - |
| চাঁদপুর-৬ | ৪.৯২ | - | - | - |
| ফেনী-১ | ৫.১৪ | - | - | - |
| ফেনী-২ | - | - | - | ৮.৯৫ |
| ফেনী-৩ | - | - | - | ৭ |
| নেয়াখালী-১ | ১০.২৭ | - | - | - |
| নোয়াখালী-২ | - | - | - | ১.৬৪ |
| নোয়াখালী-৩ | ১০.২ | - | - | - |
| নোয়াখালী-৪ | ১.৬৪ | - | - | - |
| নোয়াখালী-৫ | - | - | - | ১০.৫২ |
| নোয়াখালী-৬ | .৮৩ | - | - | - |
| লক্ষীপুর-১ | ৪.৩৯ | - | - | - |
| লক্ষীপুর-২ | ২.৭৩ | - | - | - |
| লক্ষীপুর-৩ | ০.৬৯ | - | - | - |
| লক্ষীপুর-৪ | ০.১৪ | - | - | - |
| চট্টগ্রাম-১ | ২.৯৯ | - | - | - |
| চট্টগ্রাম-২ | - | - | - | ৯.৭৭ |
| চট্টগ্রাম-৩ | - | - | - | ১৫.৪৯ |
| চট্টগ্রাম-৪ | - | ৩.৩৪ | - | - |
| চট্টগ্রাম-৫ | ৯.৬৪ | - | - | - |
| চট্টগ্রাম-৬ | - | ১৮.৪২ | - | - |
| চট্টগ্রাম-৭ | ৪.৪৭ | - | - | - |
| চট্টগ্রাম-৮ | - | - | - | ২.৬৩ |
| চট্টগ্রাম-৯ | - | - | - | ৩.৯১ |
| চট্টগ্রাম-১০ | - | - | - | ১.৫৯ |
| চট্টগ্রাম-১১ | ৪.৩৬ | - | - | - |
| চট্টগ্রাম-১২ | ৭.৮৭ | - | - | - |
| চট্টগ্রাম-১৩ | ১৩.৮১ | - | - | - |
| চট্টগ্রাম-১৪ | - | - | - | ০.৪৭ |
| চট্টগ্রাম-১৫ | ২.৬ | - | - | - |
| কক্সবাজার-১ | ২.৬ | - | - | - |
| কক্সবাজার-২ | ১.৭৯ | - | - | - |
| কক্সবাজার-৩ | (প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত) | | | |
| কক্সবাজার-৪ | - | - | - | ৯.০৯ |
| খাগড়াছড়ি | - | - | - | ২৪.০৯ |
| রাঙামাটি | - | - | - | ৯.১২ |
| বান্দরবন | - | - | ১১.০৭ | - |

১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের স্থগিত আসনের ফলাফল হিসেবে ধরা হয়নি। চারদলের বিজয়ী আসন ও প্রতিদ্বন্দ্বীত আসনগুলো হিসেবে ধরা হয়েছে।
সহযোগিতায় নোমান মোহাম্মদ